একদা। তিনি দেবলোকে ...

টিপ্পনী

বিদর্ভ—বেরার ও খান্দেশের কিছুটা অংশ নিয়ে গঠিত দেশ হল বিদর্ভ। রুক্মিনী ছিলেন কৃষ্ণের প্রধানা মহিষী, এনার পিতা ভীষ্মক বিদর্ভের রাজা ছিলেন। পুরাণ কথা অনুসারে কুশের আঘাতে এক ঋষি কুমারের মৃত্যু হলে ঋষি অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, এখানে একটা দর্ভ বা ঘাস ও জন্মাবে না। তাই দেশটির নাম হয় বিদর্ভ। কুন্তল দেশের উত্তরভাগ এবং কৃষ্ণা নদীর তীর থেকে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল একসময় বিদর্ভ ছিল। বরদা নদী বিদর্ভকে দুভাগ করেছে। উত্তরের প্রধান স্থান অমরাবতী এবং দক্ষিণের প্রতিষ্ঠান।

অংশাবতার ইব ধর্মস্য—মনুর মতে জগতের রক্ষার জন্য ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ধর্মের প্রতিভূ বা প্রতিমূর্তি। ধর্ম যেন সাক্ষাৎ তাঁর অংশ থেকে রাজা

Scanned with CamScanner

পুণ্যবর্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ পুণ্যবর্মা সর্বদা মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারদের নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করতেন। রাজা যে দেবতার প্রতিমূর্তি একথা মনুও স্বীকার করেছেন।

"সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ" (৮/৭)

শাস্ত্রপ্রমাণ—রাজা শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন করতেন, কখনো স্বেচ্ছাচারের দ্বারা চালিত হতেন না। মনু তাই বলেছেন—যে রাজা শাস্ত্রানুসারে চলেন তিনিই কেবল দণ্ডধারণের অধিকারী—

শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা।। (৮/৩১)

কলাষু—শাস্ত্রে ৬৪ কলা এবং ৬৪ উপকলা বিদ্যার কথা পাওয়া যায়। রাজাকে সর্বপ্রকার কলাতেই নিপুণ হতে হবে। কলা বিদ্যার নামগুলি নিয়ে শাস্ত্রে কিছু মতভেদ আছে। আমরা সাধারণভাবে কলাগুলির নাম নির্দেশ করছি—

নৃত্তং গীতং তথা বাদ্যমালেখ্যং মণিভূমিকা। দর্শনাদ্যঞ্জারাগশ্চ মাল্যগুম্ফবিচিত্রতা।। বেণুবীণাদিকলাপপাঠবং শেখরক্রিয়া। নেপথ্যং গন্ধযুক্তিশ্চ কর্ণপত্রক্রিয়াভিধাঃ। বিশেষভেদ্যক্লপ্তিশ্চ নানাভূষণযোজনম্, ইন্দ্রজালং কৌচিমারং সামুদ্রং হস্তলাঘবম্।। সূচীবানক্রিয়া সূত্রক্রিয়া সলিলবাদ্যকম্ সূদশাস্ত্রপরিজ্ঞানং শারিকাশুকবাদনম্।। রসবিদ্যা বাস্তুবিদ্যা তক্ষণং মোচিকোত্করঃ। সজীবনির্জীবদূতশাস্ত্রসম্পাদ্যপাটবম্।। ঘোরণা মাতৃকায়ন্ত্রং মাতৃকাকাব্যলক্ষণম্। আকর্ষকক্রীড়িতং চ নিমিত্তাগমবেদনম্।। অরণ্যস্থুসেনাদিস্তম্ভো বিষপ্রতিবিষাগমঃ। পাঞ্চালীনৃত্তকরণং তণ্ডুলাদিবলিক্রিয়া।। প্রহেলিকা দুর্বচক-প্রতিমায়াদিযোজনম্। মন্ত্রবাদপরিজ্ঞানং বিশীর্ণাক্ষরমুষ্টিকা।। সর্বাভিধানকোষোক্তিঃ পরকায়প্রবেশনম্। জয়ব্যায়ামচিত্রাপ্তিঃ পাত্রিকাচিত্রকর্তনম্।। রত্নোত্পত্তিস্থানশাস্ত্রং দর্পণাদিলিপিক্রিয়া। তিরস্করিণ্যাদ্যাব্যপ্তিঃ পুষ্পশাটকিকাগমঃ।। হস্ত্যচলক্ষণজ্ঞানং তির্যগ্হৃদয়বেদনম্। পরেঙ্গিতপরিজ্ঞানং জলযানাগমজ্ঞতা।। পরচেতঃপ্রবেশশ্চ চতুঃষষ্ঠিরিমাঃ কলাঃ। অন্যা উপকলাঃ প্রোক্তাস্তাসাং সংখ্যা চতুঃশতম্।।

ধর্মার্থসংহিতাসু—সংহিতা শব্দের অর্থ যেখানে শাস্ত্রকে সংহত করা হয় অর্থাৎ একত্র করা হয়। ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র বিষয়ক সংহিতা রাজাকে জানতে হয়। মনু, অত্রি প্রভৃতি ২০ জন ধর্মশাস্ত্রকার ধর্মের বিধিগুলিকে তাঁদের স্বরচিত শাস্ত্রে একত্রিত করেছেন। এই ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তকরা হলেন—'মন্বত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যো

Scanned with CamScanner

হশনোহঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী।। পরাশর ব্যাস শঙ্খলিখিত দক্ষগৌতমৌ। শতাতপাঃ বশিষ্টশ্চ ধর্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ।।" স্মৃতি শাস্ত্রকেই ধর্মশাস্ত্র বলা হয়, মনু তাই বলেছেন—"শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ'। (২/১০)

কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি শাস্ত্রকে নীতিশাস্ত্র বলা হয়। রাজাকে সর্বদা নীতিশাস্ত্র অভ্যাস করার কথা বলা হয়েছে—'অতঃ সদা নীতিশাস্ত্রমভ্যসেদ্ নৃপঃ'। শুক্রনীতিসারে একে লোকস্থিতি ও ত্রিবর্গের সাধক বলা হয়েছে—'সর্বোপজীবিকং লোকস্থিতি কৃন্নীতিশাস্ত্রকম্। ধর্মার্থকামমূলং হি স্মৃতং মোক্ষপ্রদঃ ততঃ।। (১/৫)

কোশবাহনয়ো ঃ রাজাকে সর্বদা রাজকোষ ও অশ্বরথাদি বাহন বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। কোষহীন রাজা কখনো আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন না। রাজকোষ বৃদ্ধির জন্য কিভাবে চেষ্টা করতে হবে তা মহাভারতের শান্তিপর্বে (৬৯/২০) ভীষ্মের বাক্যে পাওয়া যায়—'মালাকারোপমো রাজন্! ভব মাঙ্গারিকোপমঃ। তথা যুক্তশ্চিরং রাজ্যং ভোক্তং শক্ষ্যাসি পালয়ন্।।' রাজ্যে বাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে কর গ্রহণের উপদেশ মনুসংহিতাতেও পাওয়া যায়। (৭/১৩৮-১৩৯)।

বাহনের কারণে রাজাকে অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কারণ ঐ সময় হস্তীরা নীরোগ থাকে কিন্তু গ্রীষ্মে তারা অসুস্থ হয়। বসন্তে হস্তী-অশ্বের জন্য খাদ্য প্রচুর পাওয়া যায় বলে হস্তী প্রধান বাহিনীর ঐ সময়ে যুদ্ধ কাম্য। ঝঞ্ঝা, বাধা প্রভৃতি না থাকার জন্য অগ্রহায়ণ মাস যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত। মনুও (৭/১৮২) মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণে যুদ্ধযাত্রার কথা বলেছেন বাহনাদির কারণে।

ষাড়্গুণ্য ঃ পরারাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান (শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা), আসন (শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাকে আক্রমণের সুযোগ দেওয়া) দ্বৈধীভাব (শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা), সংশ্রয় (শত্রুর দ্বারা উচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে বলবান্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ)—রাজনীতির এই ছয়টি বিষয়কে এককথায় বলে ষাড়্গুণ্য। মনুসংহিতায় (৭/১৬০) বলা হয়েছে—'সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ। দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা।।' এই ষাড়্গুণ্যের প্রত্যেকটির আবার দুটি করে বিভাগের বিষয়ে মনু আলোচনা করেছেন।

চাতুর্বর্ণ্য ঃ প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, কর্ম ও গুণানুসারে চারভাগে বিভক্ত ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারটি জাতিকে এককথায় চাতুর্বর্ণ্য বলে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে পুরুষ সুক্তে সর্বপ্রথম একসঙ্গে এই ৪টি জাতি সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়। মনু প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র এবং কালিদাস প্রভৃতির কাব্যে এই ব্যবস্থাকে আদর্শ বলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য এর মধ্যেই আবার বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

পুরুষায়ুষম্ ঃ সাধারণভাবে পুরুষের আয়ুষ্কাল একশো বছর বলা হয়েছে। বেদে 'শরদঃশতম্' আয়ুর কথা যেমন আছে তেমনি মহাভাষ্যেও—'অদ্যত্বে য এব বহুশং জীবতি স এব বর্ষশতম্' ইত্যাদি উক্তি পাওয়া যায়। ভৃতহরি 'আয়ুর্বর্ষশতম্ নৃণাম্ পরিমিতম্' ইত্যাদি উক্তিতে এই প্রকার আয়ুষ্কালকে সমর্থন করেছেন।

Scanned with CamScanner